জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সপ্তদশ/১৭তম সভার কার্যবিবরণী

ডঃ এম, মতলুবুর রহমান, সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৭তম সভা গত ১৪-৮-৮৮ইং (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯৫ বাং) তারিখ রবিবার সকাল ১১.৩০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
উল্লিখিত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (সংযোজনীঃ ১) নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড এর কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার কার্য্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্য্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি আসেনি। আলোচ্য সভাতেও উক্ত কার্য্যবিবরণীর উপর উপস্থিত সদস্যগণ কোন আপত্তি উত্থাপন না করে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণের স্বপক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ০৮-০২-৮৮খ্রি. ও ১৭-৩-৮৮খ্রি. বাং তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ১৬তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কামিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী ছাড়া ও বীজ অনুমোদন সংস্থার ২৪-৫-৮৮ ইং তারিখের ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩ ও ৩৯৪ (২) সংখ্যক স্মারক পত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী ও প্রজননবিদ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারিগরি কমিটির গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ জানানো হয়েছে। এ যোগাযোগের প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সভায় বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ মতামত প্রদান করেন যে, পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ যদি তাদের জাতগুলোর পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে আবেদনপত্র পেশ না করেন তবে তাদের জাতগুলোর চাষাবাদ বাতিল করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত সবুজ পাট বা সিভিএল-১, আশু পাট বা সিভিই-৩, জো-পাট বা সিসি -৪৫ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত ভরসা বা বিএইউ-৬৩ এর সন্তোষজনক মাঠ মূল্যায়নসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্ধারিত ছক পত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন না করা হলে কারিগরি কমিটির সভায় তাদের উদ্ভাবিত জাতসমূহকে চাষাবাদ কর্মসূচী থেকে বাতিল করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হবে।
২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুখিকচুর জাত যা কারিগরি কমিটির ১৬তম সভায় অনুমোদনের সুপারিশ লাভ করেছে, সে জাতটির বাংলা জনপ্রিয় নাম হিসেবে "বিলাশী" নামটি নির্বাচন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি ধানের জাত যথাক্রমে বিআর-২২ (কিরণ) ও বিআর-২৩ (দিশারী) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি ধানের জাত যথাক্রমে বিআর-২২ ও বিআর-২৩ অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সভাপতি মহোদয় ছাড়াও বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডঃ এম এম মিঞা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনাব মাজাহারুল হক এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্য এবং কর্মকর্তাগণ জাত দু'টির অনুমোদনের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ড-এ সুপারিশ পেশ করার জন্য মতামত প্রদান করেন এবং এ দুটি জাতের জনপ্রিয় বাংলা নাম হিসেবে যথাক্রমে কিরণ ও দিশারী রাখার প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের দু'টি জাত বিআর-২২ (কিরণ), বিআর-২৩ (দিশারী) বাংলাদেশ ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি দেশী পাটের জাত এ্যাটম পাট-৩৮ এর অনুমোদন।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটের জাত এ্যাটম পাট-৩৮ এর অনুমোদন প্রসংগে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, বিগত দশ বছর যাবত এ জাতটি আমাদের দেশে পরীক্ষামূলকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে এবং এর উৎপাদন দেশী পাটের জাত ডি-১৫৪ থেকেও বেশী। এ জাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ শ্রী চন্দ্র শেখর সাহা ছাড়াও বাংলাদেশ আনবিক

কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট- এর পরিচালক এবং সভাপতি মহোদয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার পর দেশী পাটের উন্নত জাত হিসেবে এ্যাটম পাট-৩৮ এর ব্যাপক চাষাবাদ অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাটের জাত এ্যাটম পাট-৩৮ বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ৫ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটক কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের ৪টি নতুন জাত যথাক্রমে (ক) চীনা বাদামের জাত- একসেসন-১২ (ঝিঙা বাদাম) (খ) তিষির জাত- তিষি -১ (নীলা) (গ) সরিষার জাত- আর, এস-৮১ (দৌলত) (ঘ) গর্জন তিলের জাত-গুজি-১ (শোভা) এর অনুমোদন।

ক) চীনা বাদামের জাত একসেসন-১২ (ঝিঙা বাদাম)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত চীনা বাদামের জাত একসেসন-১২ এর উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক, ডঃ এম এইচ, মন্ডল, সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব এম,এ খালেক, জনাব মাজাহারুল হক এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটির বাংলাদেশে চাষাবাদের অনুমতির স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। চীনা বাদামের জাত-একসেসন-১২ বাংলাদেশে ঝিঙা বাদাম নামে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

২। কৃষকদের মাঠে এ জাতটির ট্রায়েলের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে চালিয়ে যেতে হবে এবং গবেষণার ফলাফল কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

খ) তিষির জাত তিষি-১ (নীলা)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক তিষির বিভিন্ন জাতের উপর গবেষণা চালিয়ে ঢাকার ধামরাই এলাকা হতে সংগৃহীত এ জাতটিকে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। অভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী শষ্য হিসেবে বাংলাদেশে তিষি পরিচিত। এজাতটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব এম,এ, খালেক বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতি মহোদয়ও এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনান্তে এ ফসলের কোন অনুমোদিত জাত নেই বিধায় বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশের প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিষির জাত তিষি-১ (নীলা) বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

গ) সরিষার জাত-আর এস ৮১ (দৌলত)

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সরিষার বিভিন্ন জাতের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আর,এস- ৮১ জাতটি উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সভায় এ জাতটির চাষাবাদ সংক্রান্ত ও গবেষণা তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার পর বাংলাদেশে এ জাতের চাষাবাদের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং এ জাতটির বাংলা জনপ্রিয় নাম হিসেবে (দৌলত) নামটি নির্বাচন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আর,এস ৮১ (দৌলত) নামের জাতটি বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

ঘ) গর্জন তিলের জাত- গুজি-১ (শোভা)।

গর্জন তিলের নতুন জাতটি কুমিল্লা এলাকা থেকে সংগৃহীত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশী বিভিন্ন তিলের জাতের সংগে গবেষণা চালিয়ে এ জাতটিকে অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সভায় এ জাতটির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনা শেষে উপস্থিত সকল সদস্য বাংলাদেশে গর্জন তিলের জাতটির চাষাবাদের অনুমোদনের স্বপক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেন। এজাতটির বাংলা জনপ্রিয় নাম নির্বাচন করা হয়েছে 'শোভা'।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত গর্জন তিলের নতুন জাত গুজি-১ (শোভা) বাংলাদেশে ব্যাপক চাষাবাদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিশেষ করে নতুন জাত অনুমোদনের সুপারিশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে অনুমোদনের সুপারিশ প্রাপ্ত জাতগুলোর বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে সভায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(মোঃ আব্দুল গফুর খাঁন)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

স্বাক্ষর
(ডঃ এম মতলুবুর রহমান)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ